নাগরিক অধিকার আন্দোলন (Civil Rights Movement)

নাগরিক আধিকার আন্দোলন 'আইনের চোখে সবাই সমান' এর পক্ষে বিশ্বব্যাপী চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন । যা ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা উচ্চতা পায় ।

নাগরিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট :-

১) বিভিন্ন অবস্থায় এই আন্দোলনগুলিকে অহিংস প্রতিবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

২) নাগরিক প্রতিরোধের প্রচার ন্যায় রূপ গ্রহণ করে , যার লক্ষ্য অহিংস প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা ।

৩) কিছু অবস্থায় এগুলো নাগরিক অশান্তি এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের সাথে সম্পর্কিত বা অনুসৃত ।

৪) অনেক দেশেই নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং কৃশ থেকেছে ।

৫) এসব আন্দোলনের মধ্যে অনেকগুলোই তাদের লক্ষ্য এখনও হাসিল করতে পারেনি ।

৬) কিছু কিছু স্থানে এই আন্দোলনগুলোর প্রয়াস , কিছু পূর্বে নিপীড়িত হওয়ার গোষ্ঠীর মানুষের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা উন্নতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে ।

৭) সর্বপরি, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য সকল মানুষের অধিকার সমানভাবে আইন দ্বারা সংরক্ষিত করা ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন :-

নাগরিক অধিকার আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলন নামে পরিচিত । আফ্রিকান আমেরিকানরা অন্যান্য আমেরিকানদের মত আইনি আধিকার সুরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে একটি দশক ধরে দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে ছিল । ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সরাসরি কর্মসূচী গ্রহন , তৃণমূল স্তরে প্রতিবাদ ও সংঘর্ষের পর আন্দোলনটি সর্বাধিক আইন প্রনয়ণ করে । যুক্তরাষ্ট্রে আইনগতভাবে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে অহিংস অভিযানের মাধ্যমে আন্দোলনটি অবশেষে ফেডারেল আইন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সুরক্ষায় নতুন স্বীকৃতি লাভ করে ।

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পর এবং ১৮৬০ এর দশকে দাসত্বের বিলুপ্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পুনর্গঠন ও সংশোধন আফ্রিকান আমেরিকানদের অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে ছিল । অল্প সময়ের জন্য আফ্রিকান আমেরিকানরা ভোট দেয় এবং রাজনৈতিক কর্মভার গ্রহণ করে । কিন্তু শীঘ্রই তারা জিম ক্র আইনের অধীনে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হয় । পরবর্তী শতাব্দীতে আফ্রিকান আমেরিকানরা তাদের আইনী অধিকার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল । ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে অহিংস প্রতিবাদ এবং আইন অমান্যকারী কর্মকান্ড কর্মীদের এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংকটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি প্রায়ই এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে , যা আফ্রিকান আমেরিকানদের সম্মুখীন অসমতা বিশ্বব্যাপী হাইলাইট হয় ।

এমিট্টের মৃত্যু এবং তার মায়ের সিদ্ধান্তে ভিসার প্রতিক্রিয়া একটি উন্মুক্ত কসেট শেষকৃত্যে দেশব্যপী আফ্রিকান আমেরিকান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । প্রতিবাদ এবং আইন অমান্যকারী ফর্মগুলি যেমন অ্যালবামে সফল মন্টগোমারী বাস বয়কট (১৯৫৫-৫৬) অর্ন্তভূক্ত ছিল ; ''সিট -ইন'' যেমন উত্তর ক্যারোলিনাতে প্রভাবশালী গ্রিনসবারো সিট-ইন (১৯৬০) ; বার্মিংহামে শিশু ক্রুসেড (১৯৬৫) এবং ১৯৬৫ সালে সেলমা থেকে মন্টগোমারী মার্চে অ্যালবামে মরিস ও অন্যান্য অহিংস কার্যক্রম বিস্তৃত হয় । আন্দোলনে মধ্যপন্থী কংগ্রেসের সাথে বৈষম্যমূলক আচরনগুলি প্রতাহারের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করার জন্য কাজ করেছিল । ফলে ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইনের বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা কর্মসংস্থান প্রভৃতির উপর ভিত্তি

করে বৈষম্য নিষিদ্ধ হয় । স্কুল , কর্মক্ষেত্রে এবং পাবলিক আবাসনগুলির মধ্যে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ হয় । ১৯৬৮ সালের ফেয়ার হাউজিং অ্যাক্ট হাউজিং বিক্রয় বা ভাড়ার মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে ।

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকা কালো শক্তি আন্দোলনের উত্থান তার সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং অহিংসার অভ্যাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত কালো নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পরিবর্তে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন আইনগুলি অর্জনের দাবি জানায় । আন্দোলনের অনেক জনপ্রিয় উপস্থাপনা , চার্চম্যাটিক নেতৃত্ব এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার এর দর্শনের উপর কেন্দ্রিভুত হয় । যিনি আন্দোলনে তার ভূমিকার জন্য ১৯৬৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন । যাইহোক কিছু পন্ডিত মনে করেন যে আন্দোলনটি কোন ব্যক্তি , সংগঠন বা কৌশলগত অবস্থানের জন্য অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ ছিল ।